২) ঐতিহাসিক ইবন বতুতা সম্পর্কে টীকা লেখ। [5]

→ মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ উৎস। পর্যটকরা অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুলতান বিন তুঘলকের আমলে ইবন বতুতা নামে এক আফ্রিকী পরিব্রাজক উত্তর আফ্রিকা থেকে আফগানিস্তান ও কাবুল হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে সুলতান বিন তুঘলকের রাজত্বের নানা তথ্য পাওয়া যায়। এই কারণে ইবন বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তটি সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনার একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

ইবন বতুতার সম্পূর্ণ নাম ছিল আবু আবদুল্লা মহম্মদ বিন বতুতা। ১৩০৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশভ্রমণে বের হন। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার নানা দেশ ভ্রমণ করে তিনি ভারতে এসে পৌঁছিত হন। ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে। দিল্লীতে পৌঁছিত হয়ে সুলতান বিন তুঘলক তাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা জানান। সুলতান তাকে দিল্লীর কাজির পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁর পারিশ্রমিক হিসাবে দিল্লির নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেন। দিল্লিতে ৮ বছর বসবাসের পর তিনি সুলতানের দূত হিসাবে চিন দেশের সম্রাটের নিকট প্রেরিত হন। চিন থেকে নানা দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনীর নাম <u>কিতাব-উল-রেহেলা</u>। এই বইটি লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে।

<u>কিতাব-উল-রেহেলা</u> এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র, স্বভাব এবং তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়। সুলতানের স্বভাবের মধ্যে যে বৈপরীত্য তা তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবন বতুতা তৎকালীন ভারতে নানা প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতির কথা বলেছেন। ভারতে চিঠি পাঠানোর যে রীতিনীতি ছিল তা তিনি উল্লেখ করে

মন্তব্য করেছেন যে সকল ব্যক্তি পত্র বাহকের কাজে লিপ্ত ছিল, তারা ছিল সৎ ও দক্ষতা সম্পন্ন।

ইবন বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত যদিও তৎকালীন ভারত সম্পর্কে একটি মূল্যবান দলিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এর ত্রুটিকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এমন অনেক ঘটনাও লিপিবদ্ধ করেছেন যার সত্যাসত্য বিচার করে লিপিবদ্ধ করেননি। বহুক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা, অনেক কিংবদন্তি ঘটনা তিনি তাঁর রচনাতে ~~লিপিবদ্ধ~~ উল্লেখ করেছেন। এই বইটির আরও একটি ত্রুটি হল ভ্রমণ বৃত্তান্তটি ভ্রমণকালে রচিত না হয়ে পরবর্তীকালে স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে এটি রচিত হয়। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই কারণে ইবন বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তটি সাবধানতা সহকারে ইতিহাসের তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।